প্রথম আলো

তারিখ 18 DEC 2012
পৃষ্ঠা

ভিকারুননিসা নূন স্কুল

কোটাবাজদের হুমকির বিচার করুন

তাঁরা অভিভাবক নামধারী, তাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসার ক্ষমতাধারী, তাঁরা চান তাঁদের কথামতো ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ভর্তির কোটা ব্যবস্থা চলুক। আইনের ভাষায় তাঁরা অপরাধতুল্য কাজ করেছেন।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলে ভর্তি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক। প্রতিযোগিতার বাইরে কিছু শিক্ষার্থীকে কোটার ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়ে থাকে। 'বোন কোটা' অর্থাৎ এক বোন ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে অন্য বোনের ভর্তির সুযোগ দেওয়ার একটি ব্যবস্থাও সেখানে আছে। এই কোটা ব্যবস্থায় দুই বছর আগেও শিক্ষার্থীদের বোনদের থেকে লটারির মাধ্যমে ১ শতাংশকে ভর্তি করানো হতো। গত বছর তা বাড়িয়ে করা হয় ২ শতাংশ। এ বছর আবার বাড়িয়ে এক লাফে তা করা হয়েছে ১০ শতাংশ।

সোমবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিভাবক ফোরাম নামে কথিত একটি সংগঠনের জনৈক আবদুর রহিম দলবল নিয়ে স্কুলের অধ্যক্ষকে বোন কোটা শতভাগ করার জন্য হুমকি দিয়েছেন। এই ব্যক্তি বিদ্যালয়টির বেইলি রোড শাখার একটি তলা গাড়ি রাখার জন্য ইজারা নিয়েছিলেন, কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তিনি তা বিনা ভাড়ায় দখল করে রেখেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এহেন ব্যক্তিরা সরকারি দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে অনুপ্রবেশ এবং অধ্যক্ষকে হুমকি-ধমকি দিয়ে যাচ্ছেন কিসের জোরে? কোথা থেকে তাঁরা মদদ পাচ্ছেন?

নানা ক্ষেত্রে ন্যায্য কোটার পাশাপাশি অন্যায্য নানা রকমের কোটাব্যবস্থা থাকায় প্রকৃত যোগ্যরা বঞ্চিত হয়ে আসছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রেও যদি কোটাব্যবস্থা স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে শিক্ষার মানের আরও অবনতি ঘটবে। যে শিশুটি মেধার যোগ্যতায় ভর্তির দাবিদার, কোটার নামে তাকে বঞ্চিত করা অন্যায়। আর এটা যখন জবরদস্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়, তখন সেটা শুধু প্রতিরোধ করাই যথেষ্ট নয়, যারা এই চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি দেওয়াও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের উচিত অবিলম্বে কোটা বাড়ানোর দাবিতে হুমকিদাতাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া। কোনো হুমকিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।